সমকাল

তারিখ ...29 SEP. 2015...
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম.... ৪......

চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা

দাবি না মানলে ৬ অক্টোবর থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতি

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা অনুযায়ী জাতীয় বেতন স্কেলের ১০ম গ্রেডে অন্তর্ভুক্তকরণসহ পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। দাবি পূরণ না হলে ৬ অক্টোবর থেকে লাগাতার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন তারা। সে সঙ্গে ২২. নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা বর্জনেরও হুমকি দিয়েছেন শিক্ষকরা। গতকাল সোমবার সকালে নগরীর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কর্মসূচির ঘোষণা দেন তারা। সংবাদ-সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক কাইছারুল আলম। এ সময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক রণজিৎ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা দাশগুপ্তা, তসলিম উদ্দিন, সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, নিপক কুমার লাল, নুরুল হুদা, রিংকু দাশসহ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে কাইছারুল আলম বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ করলে মুনাফা পাওয়া যায় ৩৫ শতাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ করলে মুনাফা পাওয়া যায় ৯ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ করলে মুনাফা পাওয়া যায় ১১ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতিতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাথমিক শিক্ষা বাদ দিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি অকল্পনীয়। কিন্তু এর পরও এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটির সঙ্গে জড়িতদের নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ২০১৪ সালের ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার পদমর্যাদায় উন্নীত করার ঘোষণা দেন। একই দিন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ও পদমর্যাদা উন্নীতের আদেশ জারি করে। ঘোষণা দেওয়ার প্রায় দেড় বছর পার হলেও এখনও পদমর্যাদা অনুযায়ী ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন হয়নি। তিনি বলেন, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শিক্ষকদের পাঁচদফা দাবি মেনে না নেওয়া হলে ১ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকদের চেয়ার বর্জন, ৩ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি এবং ৬ অক্টোবর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করা হবে। দাবি না মানলে আসন্ন প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষাও বর্জন করা হবে।